দ্য ফ্যাবল অব থ্রি প্রিন্সেস

একদা এক রাজা ছিলেন, হিলডেরিক নাম। মাইক্রোমেট্রিকা নামে খুবই ছোট একটি রাজ্য শাসন করতেন তিনি। দেশটি অর্থনৈতিক দিক থেকে মোটেই সম্পদশালী ছিল না, শক্তিশালীও ছিল না। তবে সুখী দেশ ছিল। কারণ হিলডেরিক রাজা হিসেবে খুব ভালো ছিলেন। প্রজাদেরকে খুব ভালোবাসতেন। প্রজারাও তাঁকে ভালোবাসত।

মাইক্রোমেট্রিকা অত্যন্ত ছোট এবং গরিব দেশ বলে হিলডেরিক অন্য কোনো রাজ্য জয় করার চেষ্টা করেননি। আর খুব ছোট আর গরিব দেশ বলে অন্য দেশের রাজারাও মাইক্রোমেট্রিকা আক্রমণের চেষ্টা কখনো করেননি। ফলে এ দেশে সবাই সুখে-শান্তিতে বাস করত।

তবে গরিব বলে রাজা হিলডেরিকের মনে একটা দুঃখ ছিল। কে-ইবা গরিব হয়ে থাকতে চায়। তাঁর প্রাসাদটি ছিল খুবই ছোট, রাজাকে বাগানের কাজ নিজের হাতে করতে হতো আর রানিকে নিজের হাতে রান্না করতে হতো। রানি ইরমেনট্রুডেরও এ জন্যে মনে দুঃখ ছিল। তবে তাঁরা দু'জনেই অত্যন্ত সুখী ছিলেন সন্তানদেরকে নিয়ে।

রানির ট্রিপলেট বা এক সাথে তিনটি ছেলে হয়েছে। তিন যমজ ছেলের জন্মের পরে রাজা রানিকে চিন্তিত ভঙ্গিতে বলেছিলেন, 'ডিয়ার, ডিয়ার, রাজসিংহাসনের জন্যে তিন ছেলের মধ্যে কাকে আমরা নির্বাচিত করব?'

তিন ছেলের দিকে খুশি আর গর্ব নিয়ে তাকিয়ে থাকতে থাকতে রানি জবাব দিয়েছিলেন, 'সময় হলে হয়তো তিনজনকেই একসঙ্গে সিংহাসনে বসাব।'

'মাথা নেড়েছিলেন রাজা, 'তা করা উচিত হবে না, মাই লাভ। এ রাজ্য একজন শাসকের জন্যেই যথেষ্ট বড় নয়। আর তিনজনকে একত্রে সিংহাসনে বসালে অন্য রাজ্যের রাজারা হাসাহাসি করবে। তাছাড়া, ওরা নিজেরাই যদি অমত প্রকাশ করে বসে ? আমাদের প্রজারা ভাইয়ে-ভাইয়ে সিংহাসন নিয়ে লড়াই মোটেই বরদাশত করবে না।'

www.banglainternet.com

তিনটি শিশুই বেড়ে উঠল লম্বা, শক্তিশালী আর সুদর্শন হয়ে। রাজা-রানি তিন সন্তানকেই সমান ভালোবাসতেন। তিন ভাই অত্যন্ত মনোযোগ দিয়ে পড়াশোনা করছে দেখে তাঁরা ভাবতেন সময় হলে এদের একজন ঠিকই দেশের ভবিষ্যৎ রাজা হতে পারবে।

পড়াশোনায় তিনজনেই খুব ভালো হলেও শীঘ্র বোঝা গেল ওরা ঠিক আইডেন্টিকাল ট্রিপলেট নয়। তাদের আচার-আচরণ এবং রুচি আলাদা। তিন রাজপুত্রের একজন অন্য দু'জনের চেয়ে আকারে বড় এবং শক্তিশালী ছিল। তাকে সবাই ডাকত প্রাইমাস বলে, এর মানে 'এক নম্বর'। পড়াশোনার ফাঁকে রাজপুত্র প্রাইমাস ব্যায়াম করে শরীরে দারুণ পেশি বানিয়ে তুলেছিল। ভারী ওজন সহজে তুলতে পারত সে, বাঁকিয়ে ফেলতে পারত লোহার বার, খালি হাতে ঘুসি মেরে ভাঙতে পারত নারকেল।

রাজ্যের সবাই তার শক্তির প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। তারা ভাবত সময় হলে এ যদি তাদের রাজা হিসেবে নির্বাচিত হয় তাহলে সকলে নিরাপদে থাকতে পারবে।

আরেক রাজপুত্র প্রাইমাসের মতো লম্বা বা শক্তিশালী ছিল না, তার নাম সেকান্ডাস, এর অর্থ 'দুই নম্বর'।

প্রিন্স প্রাইমাসের মতো এ পেশি ফোলাতে পারত না বটে, তবে যখন পড়ার চাপ থাকত না, সে অস্ত্রবিদ্যা শিখত। প্রিন্স সেকান্ডাস সহজেই বহু দূরে বর্শা ছুঁড়ে মারতে পারত এবং রাজ্যের যে কারো চেয়ে তীরে লক্ষ্যভেদের হাত ছিল তার তুখোড়। তলোয়ার যুদ্ধে কেউ তার সামনে দাঁড়াতেই পারত না, ঘোড়ায়ও চড়তে পারত দারুণ।

রাজ্যের সবাই তার অস্ত্রবিদ্যায় দক্ষতা নিয়ে প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। ভাবত এ-ও যদি রাজ্যের রাজা হয় তাহলেও তারা নিরাপদে থাকতে পারবে।

তৃতীয় ছেলেটি লম্বা এবং শক্তিশালী হলেও ভাইদের মতো অতটা ছিল না, তাই নাম রাখা হয়েছে টার্টিয়াস। এর অর্থ 'তিন নম্বর'।

প্রিন্স টার্টিয়াস পড়াশোনায় তার দুই ভাইয়ের চেয়েও ভালো ছিল, তবে ওয়েট-লিফটিং বা বর্শা ছোঁড়াছুঁড়ির প্রতি তার আগ্রহ ছিল না। পড়াশোনার অবসরে সে প্রেমের কবিতা লিখত এবং অত্যন্ত মধুর গলায় গান গাইত। সে অনেক বইও পড়ত। রাজ্যের তরুণী মেয়েরা রাজপুত্র টার্টিয়াসের কবিতা পড়তে খুব পছন্দ করত। তবে একজন কবি রাজা হিসেবে সিংহাসনে আরোহণ করলে তারা নিরাপদে থাকতে পারবে কি না

www.banglainternet.com

এ নিয়ে সংশয় ছিল সকলের মনে। তবে দু'জন শক্তিশালী যুবরাজের যে কাউকে বেছে নেয়া যাবে জেনে তারা এ নিয়ে তেমন দুশ্চিন্তা করত না।

তিন রাজকুমার একে-অপরের বন্ধুর মতো ছিল। বড় হবার পরে ওরা সিদ্ধান্ত নিল কে রাজা হবে তা নিয়ে তারা কখনো বিবাদে জড়াবে না। তারা সবাই তাদের বাবাকে ভালোবাসত এবং চাইত তিনি আরো বহুদিন রাজা হিসেবে রাজ্য শাসন করবেন।

'কিন্তু,' একদিন বলল প্রিন্স প্রাইমাস, 'আমাদের রাজ পিতা ক্রমে বৃদ্ধ হতে চলেছেন। কাজেই আমাদের কোনো সিদ্ধান্তে আসা দরকার। যেহেতু আমরা তিনজনই সমবয়েসী কাজেই কে বড় তা বাছাই করতে যাবার কোনো মানে নেই। তবে আমি আকার-আকৃতি এবং শক্তিতে তোমার চেয়ে বড়। কাজেই আমার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে।'

'তা পারে,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস, 'তবে আমি এ রাজ্যের সবচে' কুশলী যোদ্ধা। এ নিয়ে গর্ব করতে চাই না, তবে বিষয়টি কিন্তু জরুরি।'

'আমার মনে হয়,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'সিদ্ধান্ত নেয়ার জন্যে আমাদেরকে আব্বু-আম্মুর কাছে যাওয়া উচিত।'

ভুরু কুঁচকে গেল প্রিন্স প্রাইমাসের। 'আমার মনে হয় না আমাদের রাজ পিতা-মাতাকে "আব্বু-আম্মু" বলে ডাকা তোমার উচিত হচ্ছে।'

'কিন্তু ওঁরা তো তাই,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস।

'কথা সেটা নয়,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস। 'ডিগনিটি বা সম্মানের একটা ব্যাপার আছে না। আমি যদি কোনোদিন রাজা হতে পারি, আমি নিশ্চয়ই আশা করব তোমরা আমাকে "রাজভ্রাতা" বলে সম্বোধন করবে। যদি "দোস্তো" বা "বন্ধু" বলে ডাক আমি খুব আহত হব।'

'ঠিক কথা,' বলল প্রিন্স প্রাইমাস। 'আমিও রাজা হতে পারলে কেউ যদি আমাকে "প্রাইমি" বলে ডাকে অত্যন্ত অপমানিত বোধ করব।'

'সেক্ষেত্রে,' বলল টার্টিয়াস, ও ঝগড়া-বিবাদ একদমই পছন্দ করে না, 'আমরা আমাদের রাজ পিতা-মাতাকে জিজ্ঞেস করি না কেন আমাদের কী করা উচিত ? শত হলেও তাঁরা দেশের প্রধান, তাদের হুকুম আমাদের মেনে চলা উচিত।'

'বেশ,' বলল অপর দু'জন, তারপর তিনজনে মিলে ছুটল রাজকীয় সিংহাসনের ঘরে।

রাজা হিলডেরিক বিষয়টি নিয়ে ভাবলেন। ভালো রাজা হিসেবে তিনি সব সময় তাঁর ছোট্ট দেশের মঙ্গল কামনা করতেন, সবচে' ভালো কাজটা

www.banglainternet.com

করতে চাইতেন। দেশবাসী শক্তিশালী কিংবা যুদ্ধবাজ অথবা কবি রাজার অধীনে খুব ভালো থাকবে, এ ব্যাপারে মোটেই নিশ্চিত ছিলেন না তিনি।

দেশের যা প্রয়োজন, ভাবতেন তিনি, তা হল একজন অত্যন্ত ধনী রাজা, যে দেশকে আরো সুখী ও সমৃদ্ধ করে তোলার জন্যে টাকা ব্যয় করতে পারবে।

অবশেষে, দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে তিনি বললেন, 'তোমাদের মাঝ থেকেই আমার কাউকে রাজা বানাতে হবে। তবে তোমাদেরকে প্রচুর টাকা সংগ্রহ করার জন্যে কঠিন এবং বিপজ্জনক একটি জায়গায় পাঠাব। টাকা যে আমাদের জন্যে ভয়ঙ্কর দরকার তা নয়। তবে দরকার। আর যে সবচে' বেশি টাকা আনতে পারবে সেই হবে এ রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা।'

রানি ইরমেনট্রুডকে খুব চিন্তিত মনে হল ব্যাপারটি নিয়ে। বললেন, 'কিন্তু অভিযান করতে গিয়ে রাজপুত্ররা যদি আহত হয় ?'

'আমরা শুধু আশা করতে পারি তেমনটি ঘটবে না। তবে আমাদের টাকা দরকার। অ্যালিমানিয়ার সম্রাট ম্যাক্সিমিয়ানের প্রচুর টাকা আছে। সম্ভবত পৃথিবীর সবচে' ধনী রাজা সে।'

প্রিন্স প্রাইমাস বলল, 'হতে পারে, রাজপিতা। তবে চাইলেই উনি নিশ্চয়ই আমাদেরকে টাকা দেবেন না।'

প্রিন্স সেকান্ডাস বলল, 'সত্যি বলতে কি, কেউ-ই আমাদেরকে চাইলেই টাকা দেবে না।'

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'রাজপুত্রদের কখনো টাকা চাইতে যাওয়া উচিত নয় বলে আমি মনে করি।'

'আমার রাজপুত্ররা,' বললেন রাজা, 'এটা টাকা ভিক্ষা চাইবার কোনো বিষয় নয়। সম্রাট ম্যাক্সিমিয়ানের একটি মেয়ে আছে মেলিভার্সা। তাঁর একমাত্র সন্তান।'

বড়সড় একটা চশমা চোখে পরলেন তিনি, রাজকীয় ডেস্কের ড্রয়ার খুলে শক্ত একটা পার্চমেন্ট শিট বের করলেন।

রাজা বললেন, 'দু'দিন আগে এক দূত এ নোটিশটা দিয়ে গেছে আমাকে। তারপর থেকে এটার ওপর চোখ বুলাচ্ছি আমি। বিশ্বের সব রাজার কাছেই এ জিনিস এক কপি করে পাঠানো হয়েছে, আর সম্রাটের দয়া যে আমার মতো দরিদ্র এবং ছোট দেশের রাজার কথাও মনে রেখেছেন।'

www.banglainternet.com

কেশে গলা পরিষ্কার করে নিলেন তিনি। 'এখানে লেখা আছে,' কাজটিতে সাবধানে চোখ বুলালেন রাজা, 'ইমপেরিয়াল প্রিন্সেস দিনের আলোর মতোই সুন্দরী ; লম্বা, কমনীয় এবং অত্যন্ত শিক্ষিত।'

প্রিন্স প্রাইমাস মন্তব্য করল, 'খুব বেশি শিক্ষিত রাজকন্যা হলে সমস্যা আছে। বেশি বকবক করতে পারে।'

'তবে তার কথা না শুনলেই হল,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস।

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'রাজপিতা, টাকার সাথে ইমপেরিয়াল প্রিন্সের সম্পর্কটা কী ?'

'বলছি, পুত্র,' বললেন রাজা, 'যে একজন রয়াল প্রিন্স এবং নিজের বার্থ সার্টিফিকেট দিয়ে তা প্রমাণ করতে পারবে, তাকে তার দক্ষতা প্রদর্শনের সুযোগ দেয়া হবে। আর তা দেখে যদি সন্তুষ্ট হন ইমপেরিয়াল প্রিন্সেস মেলিভার্সা, তিনি পছন্দের প্রিন্সকে বিয়ে করবেন এবং প্রিন্সকে রাজ্যের ভবিষ্যৎ রাজা হিসেবে ঘোষণা করা হবে এবং সে পাবে বড় অঙ্কের টাকা। এবং শেষ পর্যন্ত প্রিন্স হবে সম্রাট। যদি তোমাদের মধ্যে কেউ এটা হাসিল করতে পার তাহলে সময় হলে এ রাজ্যের রাজাও হতে পারবে এবং মেলিভার্সার রাজ্যের সম্পদ দিয়ে মাইক্রোমেট্রিকাকে অত্যন্ত সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে পারবে।'

প্রিন্স প্রাইমাস বলল, 'প্রিন্সেস মেলিভার্সা আমার পেশিশক্তিকে কখনোই অগ্রাহ্য করতে পারবে না, রাজপিতা।'

প্রিন্স সেকান্ডাস বলল, 'কিংবা আমার ঘোড়ায় চড়ার ব্যাপারটি।'

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'আর সে যদি কবিতা পছন্দ করে—'

রাজা হিলডেরিক বললেন, 'তবে সমস্যা একটা আছে। আমি তোমাদেরকে অর্থনীতি, সমাজবিজ্ঞানসহ একজন রাজার যা যা জানা উচিত সবাই পড়িয়েছি। তবে মেলিভার্সা জাদুবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা করেছে। তবে কোনো রাজকুমার তার হৃদয় জয় করতে গিয়ে ব্যর্থ হলেই সে তাকে পাথরের মূর্তি বানিয়ে ফেলবে। বাগান সাজানোর জন্যে নাকি তার অনেক পাথরের মূর্তি দরকার।'

রানি ইরমেনট্রুড বললেন, 'সে কথা জানি আমি,' বলে কাঁদতে শুরু করলেন।

'কেঁদো না, রাজমাতা,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস। সে মাকে খুবই ভালোবাসে।

'রাজকুমারদের পাথরের মূর্তি বানিয়ে ফেলা মোটেই বৈধ কাজ নয়।'

www.banglainternet.com

'প্রচলিতভাবে নয়,' বললেন রাজা, 'তবে এটা চুক্তির একটা অংশ। তাছাড়া, ইমপেরিয়াল প্রিন্সেসের সঙ্গে আইন নিয়ে তর্ক করতে যাওয়াও মুশকিল (কাজেই, রাজপুত্ররা, তোমরা যদি ঝুঁকি নিতে না চাও, তোমাদেরকে দোষ দেব না আমি... তবে আমাদের টাকার খুব দরকার, এই যা।'

প্রিন্স প্রাইমাস বলল, 'আমি ভীরু নই। রাজকুমারী আমাকে কবজা করতে পারবে না।'

'আমাকেও না,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস।

প্রিন্স টার্টিয়াসকে চিন্তিত দেখাল। সে কোনো মন্তব্য করল না।

তিন রাজকুমার দীর্ঘ যাত্রার জন্যে তক্ষুনি প্রস্তুত হয়ে গেল। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ মলিন এবং চলতি ফ্যাশন উপযোগীও নয়, তাদের ঘোড়াগুলোও বুড়ো, তবে অনেক চেষ্টা করে এই-ই জোগাড় করতে পেরেছে তারা।

'বিদায় আমার রাজপিতা-মাতা,' বলল প্রিন্স প্রাইমাস। 'আমি তোমাদেরকে নিরাশ করব না।'

'আমিও তাই আশা করি,' বললেন বটে রাজা হিলডেরিক, তবে মনে সংশয় নিয়ে। আর রানি নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলেন।

'আমিও তোমাদেরকে নিরাশ করব না, আমার রাজপিতা-মাতা,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস।

প্রিন্স টার্টিয়াস অপেক্ষা করল দুই ভাইয়ের যাত্রা শুরু করা পর্যন্ত, তারপর বলল, 'বিদায়, মা-বাবা। আমি আমার যথাসাধ্য চেষ্টা করব।'

'বিদায়, পুত্র,' বললেন রাজা হিলডেরিফ, বাকরুদ্ধ শোনাল তাঁর কণ্ঠ। রানি ইরমেনট্রুড জড়িয়ে ধরলেন প্রিন্স টার্টিয়াসকে, তারপর সে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসল। এগোল অপর দু'জনের পিছু পিছু।

সাম্রাজ্যের প্রধান শহরে পৌঁছুতে অনেক দিন লেগে গেল তিন রাজকুমারের। তাদের ঘোড়াগুলো ততদিনে ভয়ানক ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, রাজপুত্রদের জামা-কাপড়ও ছিঁড়ে গেছে। বাড়ি থেকে যে টাকা নিয়ে বেরিয়েছিল তারা সে টাকা শেষ হয়ে গেছে অনেক আগেই, চলার পথে নানা রাজ্যের খাজাঞ্চিদের কাছ থেকে টাকা ধার করতে হয়েছে।

'এখন পর্যন্ত,' বিমর্ষ গলায় বলল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'আমরা যে পরিমাণ দেনার পাহাড় গড়ে ফেলেছি, তাতে আমাদের রাজ্যের আরো ক্ষতি হল।'

www.banglainternet.com

'রাজকুমারীকে জয় করার পরে,' বলল প্রিন্স প্রাইমাস, 'আমি দেনার তিনগুণ টাকা শোধ করে দেব।'

'আমি দেব পাঁচগুণ টাকা,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস।

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'যদি আমাদের কেউ রাজকুমারীকে জয় করতে পারি, তবেই।'

'হারব কেন?' একযোগে বলে উঠল প্রিন্স প্রাইমাস এবং সেকান্ডাস।

রাজধানীতে পৌঁছার পরে ওদেরকে যথাযথ সম্মানের সাথে গ্রহণ করতে হল। ভালো ঘোড়া এবং অত্যন্ত দামি ও নতুন পোশাক দেয়া হল। অপূর্ব সুন্দর একটি প্রাসাদের সবচে' বিলাসবহুল, প্রকাণ্ড ঘরে তিনজনের থাকার আনজাম করা হল। অনেকগুলো চাকর অত্যন্ত বিনয়ের সাথে অপেক্ষা করতে লাগল যে কোনো হুকুম তামিল করার অপেক্ষায়।

এত আদর-যত্ন পেয়ে তিন রাজকুমারই ভারি খুশি।

প্রিন্স প্রাইমাস বলল, 'সম্রাট নিশ্চয়ই জানেন দারুণ একটি পরিবার থেকে আমরা এসেছি। আমাদের পূর্ব-পুরুষরা বহুদিন ধরে রাজ্য শাসন করে গেছেন।'

'হ্যাঁ,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস, 'তবে তাঁরা সবাই গরিব রাজা ছিলেন। সম্রাট ম্যাক্সিমিয়ান এ কথাটা জানেন কি না ভাবছি।'

'জানেন নিশ্চয়ই,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস। 'সম্রাটরা সব খবর রাখেন। নইলে তাঁরা সম্রাট হবেন কী করে?'

ওই সময় এক সহকারী চাকরানি ধোয়া তোয়ালে নিয়ে এল রাজপুত্রদের জন্যে। রাতে ভোজের আয়োজন করা হয়েছে। রাজপুত্ররা গোসল করে ভোজসভায় যোগ দেবেন।

প্রিন্স প্রাইমাস ডাক দিল, 'অ্যাই? চাকরানি!'

চাকরানি কেঁপে উঠল ডাক শুনে। নতজানু হতে হতে বলল, 'জি, ইয়োর হাইনেস।'

'সম্রাট কি জ্ঞানী?'

চাকরানি বলল, 'জি, ইয়োর হাইনেস। গোটা সাম্রাজ্য তাঁর জ্ঞানের প্রশংসায় পঞ্চমুখ।'

প্রিন্স সেকান্ডাস জানতে চাইল, 'যে সব রাজকুমার তাঁর সঙ্গে দর্শন করতে আসে তারা ধনী না গরিব তা নিয়ে কি সম্রাট গ্রাহ্য করেন?'

'না, না, ইয়োর হাইনেস,' জবাব দিল চাকরানি। 'তিনি এত ধনী যে টাকা তাঁর কাছে কোনো ব্যাপার নয়। তিনি শুধু তার মেয়ের সুখ নিয়ে

www.banglainternet.com

ভাবেন। তাঁর মেয়ে যদি বিশেষ কোনো রাজকুমারকে বিয়ে করতে চান এবং সে রাজকুমারের কোনো টাকা-পয়সা না থাকলেও সম্রাট বিয়ে দিতে আপত্তি করবেন না।'

প্রিন্স প্রাইমাস এবং প্রিন্স সেকান্ডাস পরস্পরের দিকে তাকিয়ে মুখ টিপে হাসল, যেন বলতে চাইল : আমরা জানতাম এ কথা।

প্রিন্স টার্টিয়াস চাকরানির দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর রাজকুমারী কী রকম, মাই ডিয়ার ? সে কি তোমার মতো সুন্দরী ?'

চাকরানি এ কথা শুনে একদম গোলাপি হয়ে গেল, হাঁ হয়ে গেল মুখ। তবে হাঁ মুখে কোনো কথা যোগাল না।

প্রিন্স প্রাইমাস তার ভাইকে নিচু গলায় বলল, 'ওকে "মাই ডিয়ার" বলতে হবে না। রাজকুমারের কাছ থেকে এ ধরনের সম্বোধন শুনতে অভ্যস্ত নয় এরা।'

প্রিন্স সেকান্ডাস আরো নিচু গলায় তার ভাইকে বলল, 'একজন চাকরানি এত সুন্দর হয় কী করে ? চাকরানি হবে চাকরানির মতো।'

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'কই, আমার প্রশ্নের জবাব তো দিলে না।'

চাকরানির পরনে চাকরদের পোশাক থাকলেও তাকে যথেষ্টই সুন্দরী লাগছিল (তবে বেশিরভাগ রাজকুমারের চোখ এড়িয়ে গেছে বিষয়টি)। সে বলল, 'ইয়োর রয়াল হাইনেস নিশ্চয়ই ঠাট্টা করছেন। রাজকুমারী আমার চেয়ে লম্বা এবং অনেক বেশি সুন্দরী। তিনি সূর্যের মতো রূপবতী।'

'অ,' বলল প্রিন্স প্রাইমাস, 'যে ধনী রাজকুমারী সূর্যের মতো রূপবতী তার প্রতি আগ্রহ জাগাটা স্বাভাবিক।'

প্রিন্স সেকান্ডাস মন্তব্য করল, 'এ রকম প্রাসাদে ওরকম একজন ধনী রাজকুমারীকে পেলে ব্যাপারটা খুবই আনন্দের হবে।'

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'রাজকুমারী যদি সূর্যের মতো রূপবতী হয়ে থাকে তবে তীব্র ঔজ্জ্বল্যের কারণে তার দিকে তো চোখ মেলে তাকানোই যাবে না।'

চাকরানি বলল, 'তবে তিনি খুব অহংকারীও।'

প্রিন্স প্রাইমাস বলে উঠল, 'অনুমতি ছাড়া কোনো চাকরানির কথা বলা উচিত নয়।'

প্রিন্স সেকান্ডাস বলল, 'চাকরানিকে "মাই ডিয়ার" সম্বোধন করার এই হল ফল।'

কিন্তু প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'সে কি খুব অহংকারী, মাই ডিয়ার ?'

www.banglainternet.com

'সাংঘাতিক, ইয়োর হাইনেস,' বলল চাকরানি, অন্য দু'জন তার দিকে কটমট করে তাকিয়ে আছে বলে ভেতরে ভেতরে তার কাঁপুনি উঠে গেছে। 'ইতোমধ্যে বেশ কয়েকজন রাজকুমার তাঁর হাত ধরার জন্যে আবেদন করেছিলেন, কিন্তু কাউকেই তাঁর পছন্দ হয়নি।'

'পছন্দ না হবারই কথা,' বলল প্রিন্স প্রাইমাস। 'ওরা বোধহয় একটা আয়রন বার এক ইঞ্চি বাঁকানোর ক্ষমতাও রাখত না। কাজেই এদের প্রতি আগ্রহী হবে কেন রাজকুমারী?'

'বোধহয়,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস, 'একটা তরবারি তোলার ক্ষমতাও তাদের ছিল না, লড়াই করা দূরে থাক। এদেরকে রাজকুমারীর পছন্দ না হবারই কথা।'

'বোধহয়,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'আমাদের উচিত চাকরানিকে জিজ্ঞেস করা রাজকুমারীর অপছন্দের রাজকুমারদের ভাগ্যে কী ঘটেছে।'

চোখ ছলছল করে উঠল চাকরানির, করুণ গলায় বলল, 'ওদের সবাইকে পাথরের মূর্তি বানিয়ে ফেলা হয়েছে, ইয়োর হাইনেস। সুদর্শন মূর্তি, কারণ প্রত্যেকেই ছিল বয়সে তরুণ এবং সুদর্শন।'

মাথা নাড়ল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'আমি ভেবেছি সম্রাট বোধহয় মশকরা করছেন, কিন্তু কাগজে যা লেখা ছিল তা দেখছি সত্যি। কতগুলো মূর্তি?'

'ডজনখানেক তো হবেই। বাগানের দু'পাশে সারিবদ্ধভাবে রাখা হয়েছে মূর্তিগুলোকে। ওই রাস্তা ধরে প্রতিদিন সকালে প্রাতঃভ্রমণ করেন রাজকুমারী, ইয়োর হাইনেস। তিনি মূর্তিগুলোর দিকে ফিরেও তাকান না। কারণ তিনি রূপসী বলেই তাঁর মনটা পাথরের মতো কঠিন।'

'ফুঃ' বলল প্রিন্স প্রাইমাস, 'রাজকুমারী ধনী হলেই হল। তার মন পাথরের মতো কঠিন হলেও কিছু আসে যায় না। আর সে তো সুন্দরীই। আমি তার কঠিন হৃদয় নরম করে দেব... এখন তুমি ভাগ, চাকরানি।'

নতজানু হয়ে কুর্নিশ করল চাকরানি এবং ঘর থেকে বেরিয়ে গেল পেছনের দিকে কদম ফেলে, কারণ তিন রাজকুমারের সামনে থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে চলে যাওয়াটা অশোভন দেখাবে।

রাতের বেলা দারুণ এক ভোজ হল, তিন রাজকুমারকে 'গেস্ট অব অনর' এর মর্যাদা দেয়া হল।

টেবিলের মাথায়, চমৎকার একটি সিংহাসনে বসা সম্রাট নিজে ওদেরকে অভ্যর্থনা জানালেন। তাঁর পাশের আসনে বসেছে রাজকুমারী

www.banglainternet.com

মেলিভার্সা, সত্যি সূর্যের মতো রূপ তার। অনেক লম্বা চুল, সিল্কের মতো রং। তার নীল চোখ উজ্জ্বল বসন্ত দিনের আকাশের কথা মনে করিয়ে দেয়। শরীরের গঠনও দারুণ তার, নিখুঁত ত্বক। কিন্তু রাজকুমারীর চোখে কোনো ভাষা ফুটে নেই, মুখখানাও অভিব্যক্তিহীন।

প্রিন্স প্রাইমাস নিজের পরিচয় দিল। কিন্তু হাসল না রাজকুমারী। অহংকারী দৃষ্টিতে রাজপুত্রের দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'কোন রাজ্য থেকে এসেছ তুমি?'

প্রাইমাস জবাব দিল, 'মাইক্রোমেট্রিকা থেকে, ইয়োর ইমপেরিয়াল হাইনেস।'

অবজ্ঞার সুরে রাজকুমারী বলল, 'পৃথিবীর সমস্ত দেশের খবর আমি রাখি, মাইক্রোমেট্রিকা ওগুলোর মধ্যে সবচে' ছোট দেশ।' চোখ ফিরিয়ে নিল সে রাজপুত্রের ওপর থেকে।

প্রিন্স প্রাইমাস পিছিয়ে এল রাজকুমারীর কাছ থেকে, টেবিলে নিজের আসনে বসল। ফিসফিস করে প্রিন্স টার্টিয়াসকে বলর, 'আমি কী করতে পারি দেখলেই রাজকুমারী আগ্রহী হয়ে উঠবে আমার প্রতি।'

প্রিন্স সেকান্ডাস নিজের পরিচয় দেয়ার পরে রাজকুমারী বলল, 'আমার ধারণা তুমি মাইক্রোমেট্রিকা থেকে এসেছ।'

'জি, ইয়োর ইমপেরিয়োল হাইনেস। প্রিন্স প্রাইমাস আমার ভাই।'

'মাইক্রোমেট্রিকা পৃথিবীর সবচে' গরিব দেশও বটে। তুমি আর তোমার ভাই যদি তোমাদের দেশের সম্পত্তি ভাগ করে নাও, তারপরেও তোমরা গরিবই থেকে যাবে।' রাজকুমারের ওপর থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিল সে।

প্রিন্স সেকান্ডাস পিছিয়ে এল রাজকুমারীর কাছ থেকে, টেবিলে, নিজের আসনে বসল। প্রিন্স টার্টিয়াসকে ফিসফিস করে বলল, 'আমি কী করতে পারি দেখার পরে সে আমাদের দারিদ্র্যের কথা ভুলে যাবে।'

প্রিন্স টার্টিয়াস নিজের পরিচয় দেয়ার পরে রাজকুমারী বলল, 'আরো একজন মাইক্রোমেট্রিকা থেকে?'

'আমরা ট্রিপলেট, ইয়োর ইমপেরিয়াল হাইনেস,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'তবে আইডেন্টিকাল নই। আমাদের যা আছে তা আমরা ভাগাভাগি করে নিই।'

'কিন্তু তোমাদের ভাগাভাগি করার মতো তো কিছু নেই।'

www.banglainternet.com

'আমাদের টাকা বা শক্তি না থাকতে পারে,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'তবে আমরা এবং আমাদের দেশের লোকেরা খুব সুখী। আর সুখ যখন ভাগ করা হয়, পরিমাণে তা বেড়ে যায়।'

'আমি কখনো তা দেখিনি,' বলে অন্যদিকে তাকালো রাজকুমারী।

প্রিন্স টার্টিয়াস পিছিয়ে এল তার কাছ থেকে, টেবিলে, নিজের আসনে এসে বসল। ফিসফিস করে ভাইদেরকে বলল, 'রাজকুমারী ধনী, আর আমাদের দেশের টাকা দরকার। তবে রাজকুমারীর সৌন্দর্য বরফশীতল এবং তার আগে সম্পদ তার মনে সুখ এনে দিতে পারেনি।'

পরদিন সকালে প্রিন্স প্রাইমাস প্রস্তুত হল রাজকুমারীর সামনে তার শক্তি প্রদর্শন করার জন্যে। সম্রাটের দেয়া চমৎকার অ্যাথলেটিক শর্টস পরল সে, এবং আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে বারকয়েক নিজের পেশি ফুলিয়ে দেখে সন্তুষ্ট হল।

এমন সময় দরজায় আস্তে কে যেন টোকা দিল। প্রিন্স প্রাইমাস বলল, 'ভেতরে এস।' এক বাটি আপেল নিয়ে ঘরে ঢুকল সেই চাকরানি।

'কী এটা?' জিজ্ঞেস করল প্রিন্স প্রাইমাস।

চাকরানি বলল, 'ভাবলাম খেলা দেখানোর আগে আপনার কিছু রিফ্রেশমেন্টের প্রয়োজন হবে, ইয়োর হাইনেস।'

'ননসেন্স,' বলল প্রিন্স প্রাইমাস। 'আমার যা রিফ্রেশমেন্টের দরকার তা আমি পেয়ে গেছি। সরাও এসব আপেল-ফাপেল।'

তবু সাহস করে পরের কথাটা জিজ্ঞেস করল চাকরানি, 'আপনি কি সত্যি খেলা দেখাবেন?'

'কেন নয়?' হাতের পেশি ফুলিয়ে আয়নার দিকে তাকিয়ে হাসল প্রিন্স, 'তোমার কি ধারণা আমার গায়ে শক্তি নেই?'

চাকরানি বলল, 'অবশ্যই আপনার গায়ে অনেক শক্তি আছে। কিন্তু রাজকুমারীকে খুশি করা খুব কঠিন। আর আপনার মতো এমন চমৎকার রাজকুমার পাথরের মূর্তি বনে যাবে এটা ভাবতেও খারাপ লাগে।'

হেসে উঠল প্রিন্স প্রাইমাস, 'তাকে সন্তুষ্ট করা কঠিন না সহজ সে আমি বুঝব— এখন তুমি চলে যাও। যখন কথা বলার অনুমতি দেয়া হবে তখনই কথা বলবে, চাকরানি। যাও ভাগ।'

চাকরানি তখুনি চলে গেল কুর্নিশ করতে করতে।

www.banglainternet.com

বিশাল অ্যারেনায় পা রাখল প্রিন্স প্রাইমাস। তার সামনে দর্শক মঞ্চ, মখমলের চাঁদোয়া দিয়ে ঢাকা। সম্রাট বসেছেন মাঝখানে, তাঁর ডানে ইমপেরিয়াল প্রিন্সেস মেলিভার্সা। দরবারের অন্যান্য লোকজনও আছে মঞ্চে, রয়েছে অনেক তরুণ-তরুণী। এক কোনায় বসে আছে প্রিন্স সেকান্ডাস এবং টার্টিয়াস।

প্রিন্স প্রাইমাস মঞ্চের মুখোমুখি দাঁড়াল, তার পাশে নানা জিনিসপত্র, খেলা দেখাতে যা যা দরকার।

সে প্রথমে বারবেলের বড় একটা স্তূপ নিয়ে খেলা শুরু করল। হালকা বারবেলটা বিনা আয়াসে সরিয়ে রাখল এক পাশে, অথচ ওই জিনিস সাধারণ কোনো মানুষের তুলতে ঘাম ছুটে যাবে।

তারপর অপেক্ষাকৃত ভারী একটা বারবেল তুলে নিল প্রিন্স, দু'হাত দিয়ে চেপে ধরল, তারপর এক ঝাঁকুনিতে তুলে ফেলল কাঁধে, তারপর আস্তে আস্তে তুলল শূন্যে।

সবচে' ভারী বারবেলটাও প্রিন্সকে অনায়াসে তুলতে দেখে দর্শক হাততালিতে ফেটে পড়ল। অমন ওজনদার বারবেল আজ পর্যন্ত কেউ তুলতে পারেনি।

সবশেষে, লোহার একটা বার ঘাড়ের পেছনে রেখে ওটা বাঁকিয়ে দুটো মুখ একত্র করে ফেলল। তারপর বাঁকানো বারটাকে আবার সোজা করে ছুঁড়ে ফেলে দিল এক পাশে।

প্রিন্স প্রাইমাস যা করে দেখাল, দর্শক হাততালি দিল। এমনকি সম্রাটও প্রশংসার ভঙ্গিতে মাথা ঝাঁকালেন। শুধু রাজকুমারী চুপ হয়ে রইল। এমনকি সে হাততালিও দেয়নি।

সম্রাট মেয়ের দিকে ঘুরে বললেন, 'সত্যি, মাই ডিয়ার, এ রাজকুমারের মতো শক্তিশালী যুবক দ্বিতীয়টি দেখিনি আমি। একে রাজ্যের উত্তরাধিকার বানালে ভালোই হবে।'

রাজকুমারী ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'ওকে সার্কাসে দিলে বরং ভালো হবে, আমার সম্রাট পিতা। কিন্তু আমার গলায় মালা পরানোর যোগ্য সে নয়। ও যদি আমাকে জড়িয়ে ধরে, চাপের চোটে হয়তো আমার পাঁজরের সবক'টা হাড় ভেঙে ফেলবে।'

উঠে দাঁড়াল রাজকুমারী। চুপ হয়ে গেল সবাই।

প্রিন্স প্রাইমাস বুকে হাত বেঁধে দাঁড়াল আত্মবিশ্বাস নিয়ে।

রাজকুমারী বলল, 'তোমার মতো বলবান যুবক আমি আর দেখিনি।

www.banglainternet.com

আমাকে সন্তুষ্ট করার জন্যে যে সব খেলা দেখিয়েছ সেজন্যে ধন্যবাদ। তবে, আমার স্বামী হিসেবে তোমাকে আমি পছন্দ করতে পারিনি। আর তুমি তার শাস্তি জান।'

রহস্যময় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল রাজকুমারী, ঝলসে উঠল চোখ ধাঁধানো একটা আলো। দরবারের সমস্ত লোকজন আগেই চোখ বুজে ফেলেছে, তারা জানে কী ঘটবে ; তবে প্রিন্স সেকান্ডাস এবং প্রিন্স টার্টিয়াস এ ঘটনার জন্যে প্রস্তুত ছিল না। আলোর তীব্রতা মুহূর্তের জন্যে অন্ধ করে দিল তাদেরকে।

কিছুক্ষণ পরে চোখ মেলে দেখল একটি ঘোড়ার গাড়িতে করে একটি পাথরের মূর্তি টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বাগানে রাখা হবে মূর্তিটি, যে বাগানে রাজকুমারী প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণে যায়।

আর মূর্তিটি প্রিন্স প্রাইমাসের, বুকে হাত বেঁধে আছে সে, ঠোঁটে গর্বিত হাসি।

প্রিন্স টার্টিয়াস ওইদিন সন্ধ্যায় দারুণ মন খারাপ করে রইল। এর আগে কখনো ভ্রাতৃহারা হতে হয়নি তাকে। আর ভাই হারানো খুবই কষ্টের একটা ব্যাপার, বুঝতে পারছে সে।

প্রিন্স সেকান্ডাসকে সে বলল, 'আমাদের রাজপিতাও খুব মন খারাপ করবেন, মাতাও। আমরা তাদেরকে কী বলব ?'

প্রিন্স সেকান্ডাস জবাব দিল, 'রাজকুমারীকে জয় করার পরে তাকে অনুরোধ করব আমাদের রাজভ্রাতাকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্যে। শত হলেও শিক্ষিত মেয়ে। কোনো না কোনো উপায় বের করে ফেলবে।'

'কিন্তু তাকে জয় করব কিভাবে ? ওর হৃদয় পাথর দিয়ে তৈরি মনে হচ্ছে। ঠাণ্ডা পাথর।'

'আমার ধারণা শক্তির প্রদর্শন তার কাছে ভালো লাগেনি,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস। 'ওয়েট লিফটিং করে, মাসল ফুলিয়ে লাভ কি ? আমি একজন যোদ্ধা। অস্ত্র নিয়ে আমার কারবার। আমার কারিশমা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে রাজকুমারী।'

'আমিও তাই দোয়া করি,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'যদিও বড় ধরনের ঝুঁকি নিতে চলেছ তুমি। তবে কি না রাজকুমারী যথেষ্ট ধনী আর আমাদেরও অনেক টাকার দরকার।'

www.banglainternet.com

পরদিন সকালে, প্রিন্স সেকান্ডাস যোদ্ধার সাজে সাজছে, সেই চাকরানি ভেতরে ঢুকল প্রকাণ্ড একটা তরবারি নিয়ে। ওজনের ভারে প্রায় নুয়ে গেছে সে, নতজানু হয়ে কুর্নিশ করতে গিয়ে ধপাশ করে পড়েই গেল বেচারি।

প্রিন্স সেকান্ডাস বিরক্তির সুরে বলল, 'তুমি সবকিছুতে তালগোল পাকিয়ে ফেল।'

'ক্ষমা করবেন, ইয়োর হাইনেস,' বিনয়ের সুরে কথাটা বলল চাকরানি আবার কুর্নিশ করতে করতে, 'আপনি কি সত্যি রাজকুমারীর সামনে খেলা দেখাবেন?'

'অবশ্যই দেখাব। কিন্তু তা দিয়ে তোমার কি দরকার, চাকরানি?'

'কোনো দরকার নেই, ইয়োর হাইনেস,' বলল চাকরানি, 'তবে রাজকুমারীর হৃদয় এত কঠিন যে তাঁকে সন্তুষ্ট করা খুবই শক্ত। আমি চাই না আপনি আপনার ভাইয়ের মতো পাথরে রূপান্তরিত হন।'

'আমি পাথরে রূপান্তরিত হব না,' বলল প্রিন্স সেকান্ডাস। 'কারণ, রাজকুমারী আমার খেলা দেখে মুগ্ধ হয়ে যাবে। আর চাকরানি, এখুনি এখান থেকে বিদায় হও। তোমার মতো তুচ্ছ মানুষজনের উপস্থিতি আমি আর সহ্য করতে পারছি না।'

চাকরানি কুর্নিশ করতে করতে বিদায় হল।

প্রিন্স সেকান্ডাস অ্যারেনায় পা রাখা মাত্র তাকে হাততালি দিয়ে অভিনন্দিত করল দরবারিরা। সম্রাট তাকে যে বর্মটি দিয়েছেন তা খুবই চমৎকার, সূর্যের আলোয় ঝকমক করছে। দারুণভাবে মানিয়েও গেছে প্রিন্সকে। তার হাতের ঢাল ধবধবে সাদা, তরবারি উৎকৃষ্টতম ইস্পাতের তৈরি, বর্শাও চমৎকার, মাথায় শিরস্ত্রাণ চাপানোর কারণে ভয়ঙ্কর লাগছে দেখতে।

বর্শা ছুঁড়ল প্রিন্স, অ্যারেনার সমান জায়গা নিয়ে ওটা উড়ে গিয়ে টার্গেটের ঠিক মাঝখানে বিদ্ধ হল।

প্রিন্স সেকান্ডাস এরপর দর্শকদের মাঝ থেকে যে কাউকে তার সঙ্গে তরবারি যুদ্ধের চ্যালেঞ্জ করে বসল। বর্ম পরা বিশালদেহী এক লোক ঢুকল অ্যারেনায়, অনেকক্ষণ লড়াই চলল দু'জনে, ঢালের গায়ে বাড়ি খেল তরবারি। তবে প্রতিযোগী একটা বাড়ি মারছে তো প্রিন্স মেরে বসছে দুটো। প্রতিপক্ষ যত ক্লান্ত হয়ে পড়ল, প্রিন্সের শক্তি যেন ততই বেড়ে গেল। শেষে প্রতিপক্ষ তরবারি ফেলে দিয়ে দু'হাত ওপরে তুলে হার স্বীকার করে নিল। জয়ী হল প্রিন্স সেকান্ডাস। হাততালির চোটে মঞ্চ ভেঙে পড়ে এমন অবস্থা।

www.banglainternet.com

অবশেষে, মাথার শিরস্ত্রাণ এবং বর্ম খুলে ফেলল প্রিন্স, চড়ে বসল ঘোড়ার পিঠে। মাত্র এক হাতের সাহায্যে দক্ষতার সাথে নিয়ন্ত্রণ করল সে তার বাহনকে, ওটাকে পেছনের পায়ে দাঁড় করাল, লাফাল, নাচাল। এমন চমৎকার খেলা জীবনে দেখেনি কেউ। দর্শক যেন পাগল হয়ে গেল উল্লাসে।

'সত্যি, মাই ডিয়ার,' সম্রাট ঝুঁকলেন তাঁর মেয়ের দিকে, 'এ প্রিন্সটি সত্যিকারের একজন যোদ্ধা। সে আমার সেনাদল নিয়ে সহজেই আমার সকল শত্রু বধ করতে পারবে। এ নিশ্চয়ই তোমাকে সন্তুষ্ট করতে পেরেছে।'

রাজকুমারীর অহংকারী মুখখানা ঠাণ্ডা। সে বলল, 'সেনাবাহিনী কিভাবে চালাতে হয় জানলে ও একজন উঁচুদরের সেনাপতি হতে পারবে, কিন্তু স্বামী হিসেবে কোন্ কাজে লাগবে সে ? আমার ঘরে মারামারি করার লোক নেই, নেই তার চড়ার মতো ঘোড়া কিংবা বর্শা ছোঁড়ার জন্যে কোনো টার্গেট। আর আত্মমগ্ন হয়ে থাকলে সে তার বর্শাও ছুঁড়ে বসতে পারে আমার দিকে। কারণ অস্ত্রশস্ত্রই তার একমাত্র প্রেম বুঝতে পারছি।'

উঠে দাঁড়াল রাজকুমারী, সাথে সাথে নীরব হয়ে গেল সবাই। সে বলল, 'প্রিন্স সেকান্ডাস, তোমার মতো যোদ্ধা আমি দ্বিতীয়টি দেখিনি। খেলা দেখিয়ে আমাকে খুশি করার চেষ্টা করার জন্যে ধন্যবাদ। তবে তুমি আমার স্বামী হবার যোগ্য নও। আর এর শাস্তি কি জান।'

সেই আগের মতো রহস্যময় ভঙ্গিতে হাত নাড়ল সে। এবার প্রিন্স টার্টিয়াস আগেভাগে চোখ বুজে ফেলল। চোখ মেলে দেখে আরেকটি পাথরের মূর্তি দাঁড়িয়ে আছে অ্যারেনার মাঝখানে। মূর্তির একটি হাত উঁচু করে ধরা, যেন একটু আগেই বর্শা ছুঁড়েছে। প্রিন্স টার্টিয়াস জানে এইমাত্র সে তার দ্বিতীয় ভাইকে হারিয়েছে।

পরদিন সকালে নিজের ঘরে একা বসে আছে প্রিন্স টার্টিয়াস। সারারাত দু'চোখের পাতা এক করতে পারেনি। আর সে জানে না কী করবে।

আপন মনে বলল প্রিন্স, 'যদি বাড়ি ফিরে যাই, সবাই আমাকে কাপুরুষ বলবে। তাছাড়া বাড়ি গিয়ে খবরটা বাবাকে দেব কী করে ? মা'র আমার সারাজীবন কাঁদতে কাঁদতে চলে যাবে। আর আমি হারিয়েছি চমৎকার দু'টি ভাই। যদিও ওরা একটু মাথা গরম আর অহংকারী স্বভাবের ছিল।'

এমন সময় ঘরে ঢুকল সেই চাকরানি। তবে এবার তার হাতে কিছু নেই।

www.banglainternet.com

প্রিন্স টার্টিয়াস জিজ্ঞেস করল, 'আমার জন্যে কিছু আনোনি, মাই ডিয়ার ?'

অত্যন্ত নার্ভাস ভঙ্গিতে কুর্নিশ করতে করতে জবাব দিল চাকরানি, 'না, ইয়োর হাইনেস। দয়া করে আমার ওপর রাগ করবেন না। আমি আপনাকে বলতে এসেছি আপনার দুই ভাইকে প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে মানা করেছিলাম। কিন্তু তাঁরা শোনেন নি আমার কথা।'

দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিন্স টার্টিয়াস। 'ওরা খুব একগুঁয়ে স্বভাবের ছিল। ওরা তোমার কথা শোনেনি বলে নিজেকে এজন্যে দোষারোপ করো না। আর তোমার ওপর আমার রাগ করার প্রশ্নই ওঠে না।'

'তাহলে, ইয়োর হাইনেস, আমি যদি বলি প্রতিযোগিতায় অংশ নেবেন না, শুনবেন আমার কথা ? আপনার গায়ে প্রচণ্ড শক্তি নেই কিংবা আপনি বিরাট কোনো যোদ্ধাও নন। আপনার ভাইরাই যেখানে ব্যর্থ হলেন সেখানে আপনি কী করে ঠাণ্ডা, শক্ত রাজকুমারীকে জয় করবেন ?'

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'আমি শুধু কবিতা লিখতে পারি আর অল্পস্বল্প গান জানি। রাজকুমারী হয়তো এগুলো শুনে খুশি হবে।'

'তাকে খুশি করা খুবই কঠিন, ইয়োর হাইনেস,' বলল চাকরানি, একজন রাজকুমারের সঙ্গে তর্ক করছে, এ ভয়েও ভীত সে। 'আপনিও যদি পাথর হয়ে যান আপনার বাবা-মা'র আর সন্তান বলে কেউ থাকবে না। তাদের সিংহাসন উত্তরাধিকার শূন্য হয়ে যাবে।'

আবার দীর্ঘশ্বাস ফেলল প্রিন্স টার্টিয়াস। 'তুমি ঠিকই বলেছ। তোমার মনে অনেক দয়া এবং মাথায়ও অনেক বুদ্ধি। কিন্তু আমাদের রাজ্য এত ছোট যে আমার বাবার নিজেকেই বাগানে কাজ করতে হয়, মা রান্না করেন নিজে নিজে। লোক রাখার পয়সা তাঁদের নেই। আমি রাজকুমারীকে বিয়ে করতে পারলে মস্ত ধনী হয়ে যাব এবং বাবা-মা সহ রাজ্যের সবাইকে সুখী করতে পারব। ...কাজেই রাজকুমারীকে আমার সন্তুষ্ট করতেই হবে। আমি আমার সেরা গান আর কবিতা তাকে শোনাব। সে নিশ্চয়ই খুশি হবে।'

চাকরানির গাল বেয়ে অশ্রুধারা নামল। 'ওহ্, যদি তাকে সত্যি খুশি করা যেত! কিন্তু তার হৃদয় এমন পাষাণে গড়া... শুধু যদি আমার হৃদয়টা সে পেত তাহলে অন্য রকম ব্যাপার ঘটত।'

'বেশ, মাই ডিয়ার,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'তোমার হৃদয় একটু পরীক্ষা করে দেখি। আমি আমার রচিত কয়েকটি গান গেয়ে তোমাকে শোনাব।

www.banglainternet.com

পছন্দ হল কি না বলবে আমাকে। তোমার পছন্দ হলে রাজকুমারীরও হয়তো হবে।'

আতঙ্কিত হয়ে চাকরানি বলল, 'ওহ্, ইয়োর হাইনেস, তা করতে যাবেন না। আপনি গান বেঁধেছেন একজন রাজকুমারীর জন্যে, সাধারণ কোনো চাকরানিকে শোনাতে নয়। চাকরানিকে দিয়ে রাজকুমারীকে কিভাবে বিচার করবেন?'

'সেক্ষেত্রে,' বলল প্রিন্স টার্টিয়াস, 'এস, রাজকুমারীর কথা ভুলে যাই। একজন চাকরানি আমার গান শুনে কী ভাববে সেটাই না হয় শুনব তোমার কাছ থেকে।'

প্রিন্স টার্টিয়াস যে গানটি লিখে নিয়ে এসেছিল তাতে সুর তুলল। তারপর অত্যন্ত নরম এবং সুরেলা কণ্ঠে করুণ রসের গানটি গাইল। যে গানে উপেক্ষা করা হয়েছে ভালোবাসাকে। করুণ সুর আর্দ্র করে তুলল চাকরানির হৃদয়। অঝোরে কাঁদতে লাগল সে। এখন প্রিন্স ভালোবাসা ফিরে এসেছে এ রকম কথার একটি সুখের গান গাইল। চোখের পানি অদৃশ্য হয়ে গেল চাকরানির, হাততালি দিয়ে হেসে উঠল সে।

'গান ভালো লেগেছে?' জানতে চাইল প্রিন্স টার্টিয়াস।

'দারুণ,' জবাব দিল চাকরানি। 'আপনার গান শুনে মনে হচ্ছিল আমি যেন স্বর্গে চলে গেছি।'

হাসল প্রিন্স টার্টিয়াস। 'ধন্যবাদ, মাই লেডি,' ঝুঁকে চাকরানির হাতে চুমু খেল সে। চাকরানির মুখ লাল হয়ে গেল, দ্রুত প্রিন্সের চুমু খাওয়া হাতখানা পিঠের পেছনে নিয়ে গেল।

ঠিক তখন কে যেন জোরে নক করল দরজায়, ঢুকল একজন চেম্বারলেন, উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী, প্রিন্স টার্টিয়াসকে কুর্নিশ করে (তবে বেশি ঝুঁকল না সে) বলল, 'ইয়োর হাইনেস, ইমপেরিয়াল প্রিন্সেস মেলিভার্সা জানতে চেয়েছেন আপনি কেন অ্যারেনায় আজ যাননি।'

কথাটা বলে চেম্বারলেন কঠোর দৃষ্টিতে তাকাল চাকরানির দিকে। আতঙ্কিত চাকরানি দ্রুত চলে গেল ঘর ছেড়ে।

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'আমি প্রতিযোগিতায় অংশ নেব কি না এখনো মনস্থ করতে পারিনি। ভাবছি।'

চেম্বারলেন আগের চেয়েও কম ঝুঁকে কুর্নিশ করল। 'আপনার বক্তব্য আমি রাজকুমারীকে জানাব। উনি কী সিদ্ধান্ত নেন তা না জানা পর্যন্ত দয়া করে এ ঘর ছেড়ে কোথাও যাবেন না।'

www.banglainternet.com

ঘরে বসে রইল প্রিন্স টার্টিয়াস। ভাবছে প্রতিযোগিতায় অংশ না নেয়ার অপরাধে রাজকুমারী তাকে পাথর বানিয়ে দেয় কি না। রাজকুমারী মেলিভার্সা যখন ঘরে ঢুকল তখনো ভাবনার অতলে প্রিন্স। রাজকুমারী দরজার কড়া নাড়েনি। ইমপেরিয়াল প্রিন্সেসরা কখনো দরজায় কড়া নাড়ে না।

রাজকুমারী বলল, 'আমার চেম্বারলেন বলল তুমি নাকি প্রতিযোগিতায় অংশ নাও নিতে পার।'

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'ইয়োর ইমপেরিয়াল হাইনেস আমার কবিতা বা গান নাও পছন্দ করতে পারেন। আপনাকে দেয়ার মতো এই-ই আছে আমার।'

'কিন্তু আমার যদি ওগুলো পছন্দ হয়ে যায়, তখন ?'

'সেক্ষেত্রে, আমি ভাবব এমন কাউকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করব কি না যে খুব ঠাণ্ডা এবং পাষাণ হৃদয়, যে কি না সাহসী, ভালো রাজকুমারদেরকে পাথর বানিয়ে ফেলে।'

'আমি সুন্দরী নই, রাজকুমার ?'

'আপনি বাহ্যিক সুন্দরী, ইপপেরিয়াল প্রিন্সেস।'

'আমি ধনী নই, রাজকুমার ?'

'শুধু টাকাই আছে আপনার, ইমপেরিয়াল প্রিন্সেস।'

'তুমি গরিব নও, রাজকুমার ?'

'শুধু টাকা নেই আমার, ইমপেরিয়াল প্রিন্সেস। আর এতে আমি অভ্যস্ত হয়ে গেছি। আমার মা-বাবা এবং রাজ্যের সকলেও।'

'তুমি আমাকে বিয়ে করে ধনী হতে চাও না, রাজকুমার ?'

'আমার তা মনে হয় না, ইমপেরিয়াল প্রিন্সেস, আর আমাকে কেনাও যায় না।'

'আমার চেম্বারলেন দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে শুনেছে তুমি নিচু জাতের একটা চাকরানিকে গান গেয়ে শোনাচ্ছ।'

'সত্যি কথা, কিন্তু চাকরানি হলেও তার মন নরম, ভালোবাসায় পূর্ণ। আর আমি নিজেই তাকে গান শোনাতে চেয়েছি। একটি নরম এবং ভালোবাসায় ভরাট অন্তরের মধ্যেই রয়েছে সকল সৌন্দর্য এবং সম্পদ, যা আমি আসলে চাই। সে যদি আমাকে পায় আমি তাকে বিয়ে করব, এবং একদিন যখন বাবার জায়গায় বসব আমি রাজা হয়ে, তখন এই নিচু জাতের চাকরানিটিই হবে আমার রানি।

www.banglainternet.com

এ কথা শুনে হাসল রাজকুমারী। হাসলে তাকে আরো সুন্দর লাগে।

'এবার,' বলল সে, 'সুশিক্ষার ফল তুমি দেখতে পাবে।'

হাত নাড়ল সে, দু'তিনটে শব্দ উচ্চারণ করল, সাথে সাথে কুয়াশার একটা মেঘ ঘিরে ধরল তাকে, তার উচ্চতা একটু কমে গেল, সামান্য পরিবর্তন ঘটল চেহারায়—প্রিন্স টার্টিয়াস দেখল তার সামনে দাঁড়িয়ে আছে সেই চাকরানি। অভিভূত রাজকুমার বলল, 'আসলে কে তুমি—রাজকুমারী নাকি চাকরানি?'

জবাব এল, 'আমি দুটোই, প্রিন্স টার্টিয়াস। আমি চাকরানির ছদ্মবেশে আমার যোগ্য বর খুঁজে বেড়াতাম। যে রাজকুমাররা সুন্দরী, ধনী রাজকুমারীকে জয় করতে চায়, ঠাণ্ডা, নিষ্ঠুর রাজকুমারীকে গ্রাহ্য করে না, এদেরকে দিয়ে কী করব আমি? আমি চেয়েছি এমন একজনকে যে ভালোবাসবে ভদ্র, নম্র কোনো মেয়েকে, এমনকি সে যদি সূর্যের মতো রূপবতী বা সোনার চেয়েও ধনী না হয়। তুমি পরীক্ষায় পাস করেছ।'

আবার রাজকুমারীতে রূপান্তর ঘটল তার। উষ্ণ, হাসিমুখের রাজকুমারী। 'এখন আমাকে তোমার বউ করবে, প্রিন্স টার্টিয়াস?'

প্রিন্স টার্টিয়াস বলল, 'তুমি যদি অন্তরে সব সময় নম্র, ভালোবাসায় সেই মেয়েটি হয়ে থাক যাকে আমি ভালোবাসতে চেয়েছি, তাহলে তোমাকে বিয়ে করতে কোনো আপত্তি নেই আমার।'

আর তারপর যে সব রাজকুমারদেরকে পাথর বানিয়ে ফেলা হয়েছিল, তাদের সবাইকে আবার মানুষে রূপান্তর ঘটানো হল।

প্রিন্স টার্টিয়াসের সঙ্গে প্রিন্সেস মেলিভার্সার মাস দুই বাদে বিয়ে হয়ে গেল মাইক্রোমেট্রিকা রাজ্যের রাজা এবং রানিকে দ্রুতগামী ঘোড়ার গাড়িতে করে নিয়ে আসার পরে। তাঁরা যে কত খুশি হলেন তা বলাবাহুল্য।

প্রিন্স প্রাইমাস এবং প্রিন্স সেকান্ডাস মূর্তি থেকে আবার মানুষ হতে পেরে খুশিতে আর বাঁচে না। তারা বারবার বলতে লাগল, 'ওই চাকরানি? আমরা তো ব্যাপারটা কল্পনাও করিনি।'

স্বাভাবিকভাবেই প্রিন্স টার্টিয়াসও খুব খুশি। তবে সবার চেয়ে খুশি ইমপেরিয়াল প্রিন্সেস। কারণ এত পড়ালেখা করা, সে ভয়ে ছিল হয়তো এমন কাউকে কোনোদিন পাবে না যে তার রূপ আর টাকার মোহে নয়, তাকে বিয়ে করবে শুধুই ভালোবেসে।

অনুবাদ : অনীশ দাস অপু

www.banglainternet.com